গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতি ঃ জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সভার তারিখ ঃ ২১/০১/২০১৬ খ্রিঃ

সভার সময় ঃ বেলা ১২.৩০টা।

সভার স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপসচিব (সম-২) কর্তৃক গত সভার কার্যবিবরনী সভায় পাঠ করে শুনানো হয় যা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র. নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ/কর্তৃপক্ষ
১.	পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো ভূমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।	ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন যেটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল সেটি কিছু নির্দেশনাসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ এসেছে। এর পরে কোন অগ্রগতি জানা যায় নাই। গত ০৪/১১/১৫ তারিখে এ বিষয়ে পুনরায় ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।	এ বিষয়ে যুগ্ম-সচিব সমন্বয় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন।	ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। যুগ্মসচিব (সমন্বয়), পাচবিম;
২.	তিন পার্বত্য জেলায় প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ, প্রাইমারী স্কুল	১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিন পার্বত্য জেলায় প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের নিমিত্ত	১)তিন পার্বত্য জেলায় নতুন প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ, আধুনিকায়ন ও জরাজীর্ণ স্কুলের মেরামত কাজ একটি চলমান	(১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম;

	আধুনিকায়ন, আবাসিক স্কুল নির্মাণ এবং কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরী করা যাবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ইউএনডিপি সিএইচটিডিএফ প্রকল্পের আওতায় ২৩৩টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫টি বিদ্যালয় ১ম ও ২য় ধাপে জাতীয়করণ করা হয়েছে। বাকী ২২৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৮টি বিদ্যালয়কে ৩য় ধাপে জাতীয়করণের তালিকাভূক্ত করা হয়েছে ও ২১০টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ডিপিইওর নিকট থেকে সরেজমিন তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরামর্শ মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যসমূহ প্রেরণ করা হয়েছে। ফলে বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণে আর্থিক সংশ্লেষ বিষয়ে দ্রুত মতামত পাওয়া যাবে।	প্রক্রিয়া যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনাটি বাস্তবায়িতরূপে গন্য করা যায়। অন্যদিকে ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিতি ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার মধ্যে নেই। এছাড়া এ বিষয়টি উন্নয়ন অনুবিভাগ থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। ফলে এটিও এ বিষয় থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জেলা পরিষদগুলোকে স্কুল নির্মাণ, মেরামত ও জাতীয়করণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ পত্রযোগে ও প্রয়োজনে ডিপিইওকে প্রেরণপূর্বক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	চেয়ারম্যান,বান্দরবান/ রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ।
		২) বান্দরবান জেলায় ০৭টি আবাসিক ছাত্রাবাস নির্মিত হয়েছে ও চালু আছে। রাঙ্গামাটি জেলায় ০৬টি আবাসিক ছাত্রাবাস নির্মিত হয়েছে এর মধ্যে ০৪টি চালু আছে এবং খাগড়াছড়ি জেলায় ০৬টি আবাসিক ছাত্রাবাস নির্মিত হয়েছে এর মধ্যে ০৩টি চালু আছে। বাকী ০৫টি অর্থাভাবে চালু করা যাচ্ছে না। তবে এগুলোর চালুর বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদে প্রক্রিয়াধীন।	২) আবাসিক ছাত্রাবাস নির্মাণ ও চালুর বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনাটি বাস্তবায়িতরূপে গন্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদগুলো ভবিষ্যতে এ বিষয়ে প্রয়োজনের নিরীখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আবাসিক ছাত্রাবাস নির্মানের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।	২)চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম;

৩.	তিন জেলায় কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন,	বান্দরবানে প্রস্তাবিত কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ১০৩টি এর মধ্যে ৬৭টি ক্লিনিক স্থাপন ও চালু করা হয়েছে এবং ১২টি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। রাঙ্গামাটিতে প্রস্তাবিত ক্লিনিকের সংখ্যা ১৪৭টি। ইতোমধ্যে চালু হয়েছে ৪৫টি, নির্মানাধীন রয়েছে ৪৩টি। খাগড়াছড়িতে প্রস্তাবিত ক্লিনিকের সংখ্যা ১৫৩টি। এর মধ্যে চালু ৬৭টি। এখনও কাজ আরম্ভ হয়নি ৮৬টির। অবশিষ্ট ক্লিনিকগুলোর নির্মাণকাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জানা যায়।	তিন জেলায় কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কাজ একটি চলমান প্রক্রিয়া যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং যেহেতু এগুলোর নির্মাণ ও চালুর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে সেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনাটিও বাস্তবায়িতরূপে গন্য করা যায়। প্রস্তাবিত ও নির্মাণাধীন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো দ্রুত নির্মাণপূর্বক চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান তিন জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব/উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা , রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ;
৪.	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, খাদ্যাভাব দ্রুত দূরীকরণের জন্য অর্থকরী ফসল কমলালেবু, লেবুসহ সব ধরণের ফল, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ অর্থকরী ফসল উৎপাদন করতে হবে।	১) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায়ের আওতায় এলজিইডি পার্বত্য অঞ্চলের রাস্তা নির্মাণ করছে। জাইকার অর্থায়নে সড়ক বিভাগের আওতায় পার্বত্য জেলাসমূহের পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের কাজ চলছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন জেলা পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার পরিষদের মাধ্যমেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অব্যাহত আছে।	১) যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া যা সকল সময়ই বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এ. মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগ থেকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। অন্যদিকে এ সমস্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ফলে এ নির্দেশনাটিও বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১)ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন),পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ।
		২) তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ৩,৬৮০.৮৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "Mixed Fruit Cultivation at Remote Areas of Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। বান্দরবান জেলা পরিষদ কর্তৃক চলতি অর্থ বছরে কফি, স্ট্রবেরী ও অন্যান্য চারা বিতরণের জন্য ২০.০০ লক্ষ টাকায় গৃহীত প্রকল্পের কাজ চলমান। রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ কর্তৃক কফি ও	২) খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য অর্থকরী ফসল কমলালেবু, লেবুসহ সব ধরনের ফল খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ অর্থকরী ফসল উৎপাদনের কাজ বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে চলমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।এজন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর এগুলোর মনিটরিং ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নিয়মিত হয়ে থাকে। ফলে এ নির্দেশনাটিও বাস্তবায়িত মর্মে গন্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(২)ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড; চেয়ারম্যান/মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ।

		স্ট্রবেরী চাষে এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্তে ২০.০০ লক্ষ টাকায় কৃষি সম্প্রসারন বিভাগের মাধমে বাস্তবায়নের কাজ চলমান। খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদে নিজস্ব তহবিল হতে ফলজ বাগান সৃজনের লক্ষ্যে প্রকৃত কৃষকদের মাঝে আম, লিচু, কমলা লেবু, সপেদা, বরইসহ বিভিন্ন ধরনের ফলের চারা বিতরণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।		
৫.	পার্বত্য অঞ্চলে পপি ও তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করে ভুট্টা চাষসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল যেমনঃ রাবার, স্ট্রবেরী, মিশ্র ফল ইত্যাদি চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।	১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৯৮৫.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১১-১৬ মেয়াদে "উচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্পের রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৭০৫.০০ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ প্রকল্পে বরাদ্দ ২৪০.০০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের এলাকাসমূহে কিছু কিছু নতুন স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে রাস্তা, রিংওয়েল এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২) তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ৩,৬৮০.৮৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "Mixed Fruit Cultivation at Remote Areas of Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। ৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ইক্ষুচাষ সম্প্রসারনের জন্য পাইলট প্রকল্প ৩য় পর্যায় (০১/০৭/২০১৫ হতে	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পপি ও তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করতে ভুট্টা, রাবার, স্ট্রবেরী, মিশ্র ফল, কমলালেবু, লেবু, আম, কাঁঠাল, ইক্ষু, তুলা ইত্যাদি বিভিন্ন ফসল চাষের কার্যক্রম বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ও বিভিন্ন ব্যক্তি উদ্যোগে চলমান রয়েছে। এগুলির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ফলে এ নির্দেশনাটিও বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে গন্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১)ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, (২) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম। ৩) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম ইক্ষু চাষ প্রকল্প।

		৩০/০৬/১৮ পর্যন্ত)' বাস্তবায়ন করছে। বরাদ্দ ৫.৩৭ কোটি টাকা। ৪) পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা উন্নয়ন প্রকল্পের বর্তমান মেয়াদ ০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৮ পর্যন্ত । প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ০৩ কোটি ২৫.০০ লক্ষ টাকা বাস্তবায়িত হচ্ছে।		(৪) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম তুলা উন্নয়ন প্রকল্প।
৬.	প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় রেখে পাহাড় না কেটে রাঙ্গামাটিতে সম্পূর্ণ আবাসিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও প্রকল্প পরিচালক জানান, ০৫/০৬/২০১৫ তারিখে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের জন্য ৬৪.৭৭ একর জায়গা অধিগ্রহণ, তৎস্থিত গাছপালা ও ঘর-বাড়ীর ক্ষতিপূরণ মূল্য বাবদ ৬৩,৯২,৮৪,৩৬১/-(তেষট্টি কোটি বিরানব্বই লক্ষ চুরাশি হাজার তিনশত একষট্টি) টাকার প্রাক্কলন নির্বাচিত ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা কর্তৃক প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপিতে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ২৬ (ছাব্বিশ) কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও যা বর্তমানে প্রাক্কলন(৬৪-২৬)=৩৮ (আটত্রিশ) কোটি টাকা বেশী হওয়ায় এবং অন্যান্য নির্মাণ কাজের বর্তমান প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান আছে। ডিপিপি সংশোধনের কাজ সম্পন্ন হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করে আরডিপিপি সুপারিশ সহকারে একনেকে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে। (২) অক্টোবর, ২০১৫ মাসে শিক্ষক ও অনুমোদিত জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।	বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ হওয়ায় এবং ছাত্র ভর্তি ও ক্লাশ শুরু হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু রয়েছে। অবকাঠামো তৈরীর বিষয়টি এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পড়ে না। তবে অবকাঠামো তৈরীর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে বারবার অনুরোধ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান আছে। ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনাটিও বাস্তবায়িত মর্মে গন্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; ভাইস-চ্যান্সেলর, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা; জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি।

		(৩) নভেম্বর,২০১৫ ২য় সপ্তাহ থেকে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ক্লাশ শুরু হয়েছে।		
৭.	তিন জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বাভাবিক শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষা যাতে অটুট থাকে সে দিকে নজর দিতে হবে।	বান্দরবান জেলায় ৯৮টি, খাগড়াছড়ি জেলায় ১০টি এবং রাঙ্গামাটি জেলায় ১৫টি প্রাইমারী স্কুলে MLE চালু আছে। এছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৯/২০১৫ তারিখের সভায় ১লা জানুয়ারী ২০১৬ থেকে নির্ধারিত ০৫টি জাতিগোষ্ঠী-চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদঁরী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুস্তক বিতরণের জন্য এনসিটিবি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। সাঁওতাল ভাষার লিপি নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ও শিখনের জন্য টিচিং এবং লার্নিং প্রসেসের জন্য MLE ফোরামসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া ঐসমস্ত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্বাচিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ট্রেনার খুঁজে বেরা করার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেয়া হয়।	তিন জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বাভাবিক শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষা অটুট রাখার জন্য পার্বত্য অঞ্চলে ১২৩টি প্রাইমারী স্কুলে MLE চালু আছে। অন্যদিকে সকল বিদ্যালয়ে MLE চালুর কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি ও MLE ফোরামের মাধ্যমে চলমান রয়েছে যা এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পড়ে না। তথাপি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে বারবার অনুরোধ করা হয়েছে। ফলে এ নির্দেশনাটিও বাস্তবায়িতরূপে গন্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮.	পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ	(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পে ১০২ কোটি টাকার পুনর্গঠিত ডিপিপি একনেকে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে অপেক্ষমান আছে। ডিপিপিটি গত ০৭/০৭/২০১৫ সনে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।	১) প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১)যুগ্মসচিব (উন্নয়ন); সিনিয়র সহকারী প্রধান, পাচবিম;
৯.	পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য Water Wayতে High Speed Vessel চলাচলের ব্যবস্থা করণ।	বিআইডব্লিউটিএ জানান, বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায়," Inland waterway Navigability Study" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি-থগামুখ বন্দর, কাপ্তাই লেক ও চট্টগ্রাম-কাপ্তাই বাঁধ, নৌ-পথসহ অন্যান্য নৌপথে বিস্তারিত সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। এ কাজে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের পর তাদের প্রতিবেদনে প্রতিফলিত সুপারিশ অনুযায়ী এসব নৌ-পথে যথারীতি ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা	১) পন্য পরিবহনের লক্ষ্যে কাপ্তাই লেকে নাব্যতা বৃদ্ধি কল্পে বিভিন্ন অংশে বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিহ্নিত করে ড্রেজিং করত High Speed Water Vessel/Water Bus চালুর জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসিকে অনুরোধ করা হয়।	১. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম,

		করা হবে। বিআইডব্লিটিসি জানান, water wayতে চলাচল উপযোগী High Speed Water Vessel/Water Bus বর্তমানে তাদের নেই। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মিত হলে তারা নতুন করে ওয়াটার বাস সংগ্রহপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবেন।		
১০	তিন পার্বত্য জেলায় সামাজিক বনায়ন করতে হবে	প্রধান বন সংরক্ষক জানান, তিন পার্বত্য জেলায় সামাজিক বনায়নের জন্য ইতোমধ্যে বন সংরক্ষক, রাঙ্গামাটি এবং চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সমন্বয়ে সভা করে বনায়ন উপযোগী জাগয়া সনাক্ত করণের বলা হয়েছে। এছাড়া, অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে" Social Forestry in Chittagong Hill Tracts"শীর্ষক প্রকল্পের পি.ডি.পি.পি. প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদনের নিমিত্ত পরিবেশ ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	তিন পার্বত্য জেলায় সামাজিক বনায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ, তিন জেলা পরিষদ ও তিন জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়।	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, ঢাকা; প্রধান বন সংরক্ষক, ঢাকা,চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা; মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।
১১	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, পাহাড়ে মাছ ছাড়া ও বিভিন্ন ধরণের প্রাণী চাষ যেমন পাহাড়ী ছাগল পালন ইত্যাদি প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে।	১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং ২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭ মেয়াদে "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে জুন,২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৬৫%। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পটিতে ৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ বরাদ্দের মাধ্যমে ১০০ (একশ)টি বাগান সৃজন, ৬০টি গাভী এবং ৫০টি সেলাই মেশিন প্রদানের মাধ্যমে ২১০টি পরিবারকে স্বাবলম্বী করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে পাবর্ত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত	ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, পাহাড়ে মাছ ছাড়া ও বিভিন্ন ধরনের প্রানী পালন ইত্যাদি বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, তিন জেলা পরিষদ ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অনেকগুলো প্রকল্প ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এখনও বিভিন্ন প্রকল্প চলমান আছে এবং ভবিষ্যতেও বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়িত হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনাটিও বাস্তবায়িতরূপে গন্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম;ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, রাঙ্গমাটি। ২) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম;ভাইস-

		এলাকায় মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার উন্নয়নের লক্ষ্যে দুটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলো হলো -:ক) অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারীদের গরুপালন প্রকল্প (২০১৫-২০১৮)" এবং খ) জনগণের আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ ও বেত উৎপাদন প্রকল্প" (২০১৫-২০১৮) , গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প দুটি অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়েছে।		চেয়ারম্যান, পাচউবো, রাঙ্গামাটি।
		(৩) (ক) বান্দরবান জেলা পরিষদ কর্তৃক খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, বাশ চাষ এবং বাঁশ দিয়ে প্রস্তুতকৃত দেশীয় পন্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে ১৪ লক্ষ টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন।		৩) (ক)চেয়ারম্যান, বান্দরবান জেলা পরিষদ।
		(খ) রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ জানান খাদ্য প্রক্রিয়াজাত এবং বাঁশ দিয়ে প্রস্তুতকৃত দেশীয় পণ্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে বিসিক এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র আকারে প্রশিক্ষণ চলছে। বৃহৎ আকারে সমন্বিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন। । প্রশিক্ষণ হয়েছে ১৩১ জনের লক্ষ্যমাত্রা ২৫০ জন।		(খ) চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ।
		(গ) খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ জানান, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে পুকুর খনন ও বাঁধ নির্মাণ, মহিলা তাতিদের তাঁত শিল্প উন্নয়নে সহায়তা এবং যুবদের ফুড প্রিপেয়ারিং এর উপর প্রশিক্ষণের নিমিত্ত কোড নং ৭০২০ এবং ৫০১০ এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।		(গ) চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ।
		৪) পার্বত্য জেলায় পাহাড়ে মাছ চাষের জন্য মৎস্য ও প্রানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের নাম -: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়), রাঙ্গামাটি।		৪) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম এবং মৎস্য ও প্রানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা; প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য

		বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মৎস্য অধিদপ্তর। প্রকল্পের মেয়াদঃ ০১/০৭/১২ থেকে ৩০/০৬/১৭ । প্রকল্প এলাকা তিন পার্বত্য জেলার সকল উপজেলা। সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে মোট বরাদ্দ ৬৮৪৭.২৪ লক্ষ টাকা। মিনি হ্যাচারী নির্মাণ, নার্সারী উন্নয়ন, ক্রিক উন্নয়ন, মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ ও হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন ইত্যাদি কাজ এগিয়ে চলছে। এছাড়া রাঙ্গামাটিতে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপনন কেন্দ্রের কাজ চলমান রয়েছে। অন্যদিকে প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক ও বানিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট(বি- প্রকল্পের কার্যক্রম জুন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। ২০১৮/উক্ত প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য ০৩টি জেলায় ভেড়ার খামারীদের প্রশিক্ষণ, ভেড়া বিতরণ এবং ঔষধাদি ও টিকা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে।		চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
১২.	পার্বত্য চট্টগ্রামে চা বাগান করার উদ্যোগ নিতে হবে। চা এর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় চা চাষের উপর গুরুত্বারোপ করা উচিত।	১) রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ জানান যে, চা বাগান গড়ে তোলার জন্য ১০লক্ষ টাকার প্রকল্পগ্রহণ করা হয়েছে। বান্দরবান জেলা পরিষদ জানান, অত্র পরিষদ কর্তৃক চা-কফি চাষের জন্য ৫ লক্ষ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২) বানিজ্য মন্ত্রণালয় জানান, পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ৯৯৯.৩৫ (নয় কোটি নিরানব্বই লক্ষ পয়ত্রিশ) টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব প্রনয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন-এ প্রেরণ করা হয়েছে।	১) প্রকল্প ০২টি বাস্তবায়নের জন্য রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়। ২) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বানিজ্য মন্ত্রণালয় ও চা বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়।	১) চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান জেলা পরিষদ; যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম ২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বানিজ্য মন্ত্রণালয় এবং যুগ্মসচিব(উন্নয়ন), পাচবিম।
১৩	বিবিধ	যথাসময়ে এ সভার সিদ্ধান্তসমূহের	সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে প্রতি	সংশ্লিষ্ট সকল

		বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ ।	মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে এ সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ই-মেইলে shahen.reza@yahoo.com ও sagoraminulislam@yahoo.com -এ বা অন্যমাধ্যমে প্রেরণ নিশ্চিত করণের অনুরোধ করা হয়।	মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষ

সভায় আর কোন অলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-২৭/০১/২০১৬
নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব

স্মারক নং- ২৯.০০.০০০০.২২৪.০০.০৫৫.১৪- ৪৯০ তারিখঃ ২৭/০১/২০১৬ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো এবং স্ব স্ব অংশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের শেষে এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ।

(জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। সিনিয়র সচিব/সচিব, ...মন্ত্রণালয়।
২। চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ।
৩। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, চট্টগ্রাম।
৫। ভাইস-চ্যান্সেলর, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি।
৬। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
৭। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।
৮। প্রধান বন সংরক্ষক,আগারগাঁও, ঢাকা।
৯। ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
১০। যুগ্মসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
১২। জনাব মো: আজিমুদ্দিন বিশ্বাস,পরিচালক ,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,পুরাতন সংসদ ভবন,তেজগাঁও ঢাকা (অবগতি ও কার্যার্থে)।
১৩। উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান ।
১৫। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি।
১৬। সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা।
১৭। প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণের জন্য পাইলট প্রকল্প (৩য় পর্যায়), রাঙ্গামাটি।

১৮। প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম তুলা উন্নয়ন প্রকল্প, খামারবাড়ী, ঢাকা।

১৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২১। অতিরিক্ত সচিব (সকল)এর ব্যক্তিগত কর্মকতা ,পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২২। জনাব এ এ মং, আইসিটি স্পেশালিস্ট (সংযুক্ত), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৩। অফিস কপি।

২৭/০১/১৭

(এএসএম শাহেন রেজা)
উপসচিব (সমন্বয়-২)
ফোনঃ ৯৫৭৪৪১৭
ই-মেইল :shahen.reza@yahoo.com